অন্তরের আমল

দ্বিতীয় খণ্ড

বই	অন্তরের আমল দ্বিতীয় খণ্ড
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

অন্তরের আমল

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

অন্তরের আমল

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৪০ হিজরি / এপ্রিল ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৪৬০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রাণপ্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথি-সঙ্গী ও প্রিয়জনদের ওপর।

অন্তরের আমল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা 'অন্তরের আমল ১ম খণ্ড'-এ উল্লেখ করেছি। এখানে আরেকটু যোগ করছি। অন্তরের আমল এত গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, যখন অন্তর সঠিক পথে থাকে, তখন আমরাও সঠিক পথে থাকি, আর যখন অন্তর বাঁকা হয়ে যায়, তখন আমরাও বাঁকা হয়ে যাই। রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'জেনে রেখো, শরীরের মাঝে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, তা হচ্ছে অন্তর।'[১]

অনেকেরই অন্তরে রোগ থাকে, কিন্তু তারা অন্তরের চিকিৎসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে তারা ভীষণ বিপদ ও ঝুঁকির মাঝে নিপতিত হয়। সে সব বিপদ থেকে কিছু হচ্ছে :

০১. অন্তরে তালা পড়ে যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

'নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[২]

---

১. সহিহুল বুখারি : ৫২, সহিহু মুসলিম : ১৫৯৯

২. সুরা মুহাম্মাদ : ২৪

০২. অন্তরে মরচে ধরে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

'কখনও নয়; বরং তারা যা করে, তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'[৩]

০৩. অন্তরে আবরণ পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾

'আর তারা বলে, আমাদের অন্তর আবৃত।'[৪]

০৪. বোঝার শক্তি হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾

'তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না।'[৫]

০৫.-০৬. অন্তর বক্র হয়ে যায়, অন্তরে মোহর পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

'অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।'[৬]

০৭. অন্তর অন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

'প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয়; বরং বুকের ভেতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ।'[৭] [৮]

---

৩. সুরা আল-মুতাফফিফিন : ১৪
৪. সুরা আল-বাকারা : ৮৮
৫. সুরা আল-আরাফ : ১৭৯
৬. সুরা আস-সফ : ০৫
৭. সুরা আল-হজ : ৪৬
৮. ড. সফর আল-হাওয়ালির দরস থেকে চয়িত

আমাদের সবার অন্তরেরই চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্তরের চিকিৎসার জন্য, অন্তরের সুস্থতা ও পরিশুদ্ধতার জন্য আমাদের জানতে হবে অন্তরের আমলগুলোর স্বরূপ, মর্মার্থ। জানতে হবে এগুলোর সুফল কী। শিখতে হবে অন্তরের আমলগুলো সঠিকরূপে অর্জনের উপায়গুলো কী।

অন্তরের আমল নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফি.-এর একটি অনুপম কাজ 'أعمال القلوب'। শাইখের বইগুলো কুরআন, হাদিস ও সালাফের বাণীর আলোকে লিখিত হয়। এ বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। শাইখের প্রসিদ্ধ কাজগুলোর মধ্য হতে এটি অন্যতম। মূলত শাইখ অন্তরের আমল নিয়ে একটি ইলমি মজলিসে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সে আলোচনা পরবর্তী সময়ে লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়ে আসে। আর আজ সে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়ে আপনার হাতে। আমি শাইখের এ কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি। আল্লাহ তাআলা আমার মতো এক নগণ্য বান্দার মাধ্যমে অনুবাদের কাজটি নিয়েছেন, তা কেবলই তাঁর অশেষ মেহেরবানি।

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটির ফল। আল্লাহ আমাদের বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

অন্তরের আমল : সন্তুষ্টি / ১১
অন্তরের আমল : শোকর / ৭১
অন্তরের আমল : সবর / ১৩৫
অন্তরের আমল : ধার্মিকতা / ২০৩
অন্তরের আমল : চিন্তা-ভাবনা / ২৫৩
অন্তরের আমল : আত্মসমালোচনা / ৩০৭

অন্তরের আমল : সন্তুষ্টি

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১৫
বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ১৭
সন্তুষ্টি পরিচিতি ১৯
সন্তুষ্টির স্তরসমূহ ও তার বিধানাবলি ২১
প্রথম প্রকার : ওয়াজিব সন্তুষ্টি ২৩
দ্বিতীয় প্রকার : মুসতাহাব সন্তুষ্টি ৩৪
তৃতীয় প্রকার : হারাম সন্তুষ্টি ৪২
সন্তুষ্টি লাভের পথ ও পদ্ধতি ৪৪
ধৈর্য ও সন্তুষ্টির মধ্যকার পার্থক্য ৫১
সন্তুষ্টির সুফল ৫২
সন্তুষ্টি ও ভয় ও আশার মধ্যকার পার্থক্য ৬৩
পরিশিষ্ট ৬৬
নিজেকে যাচাই করুন ৬৮

অবতরণিকা

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

সন্তুষ্টি অন্তরকে আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি নিয়োজিত করে। যে বান্দা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টিতে নিজের অন্তর পূর্ণ করে, আল্লাহ তার অন্তরকে ধনাঢ্যতা, নিরাপত্তা, অল্পতুষ্টিতে ভরে দেন। আল্লাহ তার অন্তরকে নিজের ভালোবাসার জন্য নিয়োজিত করেন। তার অন্তরকে নিয়োজিত করেন তাঁর প্রতি মনোনিবেশে। নিয়োজিত করেন তাঁর ওপর তাওয়াক্কুলে।

সন্তুষ্টি ভালোবাসার ফলাফলগুলোর একটি। এটি নৈকট্যশীল বান্দাদের উচ্চতর স্তর। আল্লাহর নিকট এর মর্যাদা অনেক। এটি মুত্তাকিদের আরামস্থল। দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ্র এক পরশ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি জান্নাত ও জান্নাতের সব নিয়ামতের চেয়ে অধিক বড়। কেননা, জান্নাত তো কেবল আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু সন্তুষ্টি আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্য, একটি গুণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾

'আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত।'[৯]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটিতে প্রথমে জান্নাতের কথা বর্ণনা করেছেন। মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরপর বলছেন, জান্নাতের চেয়েও বড় নিয়ামত বিদ্যমান। আর সেটা হচ্ছে—তাঁর সন্তুষ্টি।

সন্তুষ্টির মর্মার্থ কী? তার স্তরগুলো কী কী? কীভাবে এ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়? সন্তুষ্টির ফলাফলই বা কী? সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের মধ্যকার পার্থক্য কী? ইত্যাকার সকল প্রশ্নের উত্তর থাকছে এবারের পর্বে।

---

৯. সুরা আত-তাওবা : ৭২

অন্তরের আমল সিরিজের এটি সপ্তম পর্ব। অন্তরের আমল নামক এ সিরিজটি একটি ইলমি দাওরাতে কৃত আলোচনার সমন্বিত রূপ। 'মাজমুআতু জাদ'-এর ইলমি বিভাগ আমাকে এ মুবারক কাজে অংশীদার করেছেন। আজ সে আলোচনা মুদ্রিত আকারে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের কবুল করে নেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

আবু দারদা ﵁ বলেন :

'ইমানের চূড়া চারটি। আল্লাহর হুকুমের ওপর ধৈর্যধারণ করা, তাকদিরের লিখনের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাওয়াক্কুলের জন্য ইখলাস অবলম্বন করা এবং রবের কাছে আত্মসমর্পণ করা।'[১০]

দাউদ তায়ি ﵀ বলেন :

সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি।'[১১]

আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀ বলেন :

'আমি মনে করি না সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো আমল ধৈর্যের ওপর অগ্রগামী হতে পারে। আমি এর চেয়ে উন্নত মর্যাদার এবং এর চেয়ে উন্নত স্তরের কথা জানি না। এটিই রবকে ভালোবাসার মূল মাধ্যম।'[১২]

রাসুল ﷺ আমাদের জন্য যে সুন্নাহ রেখে গেছেন। তার মূলভাগেই রয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করা, আল্লাহর প্রতি নিজ চিত্তকে সমর্পণ করা।

ইমাম আহমাদ ﵀ বলেন :

'তাবিয়িদের নব্বইজন, মুসলিমদের ইমামগণ, সালাফের ইমামগণ, শহরের পর শহরের ফকিহগণ সকলেই একমত হয়েছেন—রাসুলুল্লাহ ﷺ যে সুন্নাহ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন তার শিরভাগেই রয়েছে আল্লাহর তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর বিধানাবলির ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।'[১৩]

আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট বান্দাদের নিয়ে গঠিত হয় আল্লাহর দল।

---

১০. ইতিকাদু আহলিস সুন্নাহ : ৪/৬৭৬
১১. আহকামুল কুরআন, জাসসাস : ১/১১৭
১২. শুআবুল ইমান : ৪৭৫
১৩. আল-আকিদা, আহমাদ : ৭২

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীই হোক না কেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।'[১৪]

বিশর বিন হারিস ﵀ বলেন :

'যাকে সন্তুষ্টি দান করা হয়েছে, সে তো সবচেয়ে উত্তম মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছে।'[১৫]

আর যিনি এ স্তরে পৌঁছতে পারেননি। তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবেন, যেন আল্লাহ তাকে মর্যাদার সে উন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

রবি বিন আবু রাশিদ ﵀ বলেন :

'যে সন্তুষ্টি লাভের প্রার্থনা করল। সে তো অনেক বড় একটি বিষয়ের প্রার্থনা করল।'[১৬]

---

১৪. সুরা আল-মুজাদালা : ২২
১৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩৫০
১৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১১২

সন্তুষ্টি পরিচিতি

আভিধানিক অর্থে الرضـــا (সন্তুষ্টি)

الرضـــا শব্দটি رضي তথা ر- ض- ও একটি হরফে ইল্লত ي নিয়ে গঠিত। আভিধানিক অর্থে رضـــا অসন্তোষের বিপরীত। এ শব্দের রূপান্তর -رَضِيَ يَرْضَى-رِضًى। কর্তৃকারক رَاضٍ। কর্মকারক مَرْضِيّ।[১৭]

- আয়িশা ﵂ থেকে মারফু সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল ﷺ-এর একটি দুআ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

'হে আল্লাহ, আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৮]

- আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾

'অতঃপর সে সন্তোষজনক জীবনযাপন করবে।'[১৯]

- কোনো কিছুর প্রতি মনের সন্তুষ্টি আসলে, মনের মাঝে কোনো কিছুকে সন্তোষজনক মনে হলে তাকে বলা হয় رضا।[২০]

- আর অধিক সন্তুষ্টিকে বলে رضوان (রিজওয়ান)। যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টি, তাই আল্লাহর সন্তুষ্টিকে رضوان শব্দে বিশেষায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾

'তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।'[২১]

---

১৭. মাকায়িসুল লুগাত : ২/৩৩০
১৮. সহিহু মুসলিম : ৪৮৬
১৯. সুরা আল-হাক্কাহ : ২১
২০. ইজাহুদ দলিল : ১৪৩
২১. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ﴾

'তাদের রব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমতের ও অতি সন্তুষ্টির।'[২২]

- أَرْضَاهُ অর্থ তাকে এমন কিছু দিয়েছে, যা তাকে সন্তুষ্ট করেছে।

- تَرَضَّاهُ অর্থাৎ সে তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেছে। যেমন রুবা বিন আজ্জাজ বলেন :

إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ * وَلَا تَرَضَّاهَا وَلَا تَمَلَّقِ

'বুড়ি যদি রেগে যায়, তবে দাও তাকে ছেড়ে, চেয়ো না তার সন্তুষ্টি, যেও না তাকে তোষামোদ করতে।'[২৩]

পারিভাষিক অর্থে الرضا (সন্তুষ্টি)

হারিস মুহাসিবি ﷺ বলেন :

ইসলামি বিধিবিধানের অধীনে অন্তরের প্রশান্তিকে رضا বলে।[২৪]

প্রাজ্ঞজন বলেন :

আল্লাহর বণ্টনের ওপর অন্তরের প্রশান্তির নাম رضا।[২৫]

ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ বলেন :

আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর অন্তরের প্রশান্তি থাকার নাম رضا।[২৬]

জ্ঞানীজন বলেন, 'বান্দার ওপর যে অবস্থা আসে, সে অবস্থায় আল্লাহর বিরুদ্ধে না যাওয়ার নামই رضا।'[২৭]

---

২২. সুরা আত-তাওবা : ২১
২৩. শারহুর রিজা আলাল কাফিয়া : ৪/২৫
২৪. আত-তাআরুফ : ১০২
২৫. আত-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ : ৪৬
২৬. ফাতহুল বারি : ১১/১৮৭
২৭. শুআবুল ইমান : ২২৬

জনৈক আলিম বলেন, 'দুনিয়ার যা কিছু ছুটে গেছে, তা নিয়ে লজ্জিত না হওয়া ও আফসোস না করার নাম رضا।'[২৮]

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ উমারি ﷺ বলেন, 'رضا হলো জুহদ।'[২৯]

সুতরাং আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি হলো, বান্দা নিজেকে আল্লাহর আদেশের প্রতি সমর্পিত করবে। নিষিদ্ধ কর্ম ও বস্তু থেকে দূরে থাকবে। যে কাজে আল্লাহ খুশি হন, বান্দাও সে কাজে খুশি হবে। তার ওপর বিপদ-মুসিবত আপতিত হলে সে এতে অস্থির হবে না; বরং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেবে। দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করবে। এটাই আল্লাহর প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি।

সন্তুষ্টির স্তরসমূহ ও তার বিধানাবলি

ইমানের শক্তি অনুসারে এবং যে বিষয়টি বান্দার মাঝে সন্তুষ্টি প্রবেশ করিয়ে থাকে সেটি অনুসারে অন্তরের মাঝে সন্তুষ্টির স্তরের তারতম্য হয়ে থাকে। এ স্তরগুলো বিধান অনুসারে তিন প্রকার। যথা :

১. ওয়াজিব সন্তুষ্টি

২. মুসতাহাব সন্তুষ্টি

৩. হারাম সন্তুষ্টি

১. **ওয়াজিব সন্তুষ্টি :** এটিই মূল সন্তুষ্টি। ওয়াজিব সন্তুষ্টি চারটি কাজে হয়ে থাকে। যথা :

ক. আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্টি।

খ. ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্টি।

গ. মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি ও রাসুল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্টি।

---

২৮. শুআবুল ইমান : ২৩৫

২৯. জাম্মুদ দুনিয়া : ৩৬৪

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন :

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

'সে ব্যক্তি ইমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে, যে আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসুল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।'[৩০]

ঘ. বিপদ-মুসিবত আপতিত হলে তাতে অস্থির না হওয়া এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

২. **মুসতাহাব সন্তুষ্টি :** পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ে সন্তুষ্টির উর্ধ্ব স্তরটি হলো, মুসতাহাব সন্তুষ্টি।

৩. **হারাম সন্তুষ্টি :** পাপ-গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হলো, হারাম সন্তুষ্টি।

সামনে আমরা এ তিন প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

৩০. সহিহ মুসলিম : ৩৪

প্রথম প্রকার : ওয়াজিব সন্তুষ্টি

ওয়াজিব সন্তুষ্টিই সন্তুষ্টির মৌলিক প্রকার। আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব সন্তুষ্টি। সন্তুষ্টির উচ্চ পর্যায়টি এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ পর্যায়ে কেবল মৌলিক সন্তুষ্টির ধরনগুলোই অন্তর্ভুক্ত।

এ সন্তুষ্টি ব্যতীত কোনো বান্দার ইমান পূর্ণ হয় না। এ চার প্রকারের সন্তুষ্টির চারটিই না থাকলে অথবা কোনো একটি না থাকলে সে ইমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

এ চার প্রকারের সন্তুষ্টির দাবি করা সহজ, কিন্তু তা নিশ্চিত করা কঠিন। এ চার প্রকারের সন্তুষ্টি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন হয় সাধনার, দরকার পড়ে ধৈর্যধরণ এবং মনকে এর ওপর স্থির করার।

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সর্বোচ্চ প্রমাণ হচ্ছে—সকল ইবাদত কেবল তাঁর জন্য করা। তাঁকে এক উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করা। তাঁর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাকে একক বিশ্বাস করা।

এভাবে আপনি তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে, তাঁকে এক রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর ইবাদত করে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর সামনে নিজের হীনতা প্রকাশ করে, তাঁর সামনে বিনয়-নম্র হয়ে, তাঁর প্রতি উৎসাহী হয়ে, তাঁকে ভয় করে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর প্রতি আশা রেখে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

তাঁর পরিচালনায় থেকে, তাঁর প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণে থেকে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। নিজের প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে উপস্থাপন করবেন। আপনার দ্বীন ও দুনিয়া সংশোধন করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করে সন্তুষ্ট চিত্ত থাকবেন। এটাই হবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি।

আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মর্মার্থ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। আর এটিই ইসলামের মূল অক্ষ। তাই কোনো খ্রিষ্টানের ক্রুশ বা ইসা ﷺ-এর পূজার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। উজাইর ﷺ-কে ইহুদিদের উপাসান করার প্রতিও আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। মূর্তিপূজারিদের বুদ্ধকে পূজা দেওয়ার প্রতিও আপনি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এমন যেকোনো মূর্তি, যেকোনো প্রতিমার প্রতি মানুষের উপাসান ও পূজায় আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। এটাই হবে আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে আপনার সন্তুষ্ট হওয়ার একটি অংশ।

আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া থেকে কবরপূজারি সুফি গোমরাহরা বঞ্চিত। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট নয়; তাই তারা নিজেদের প্রয়োজনকে অলি ও কুতুবদের নিকট পেশ করে, তাদের নিকট কামনা করে, তাদের নিকট সাহায্য চায়। তাদের ওপর ভরসা করে। তাদের প্রতি আশা পোষণ করে। যে সকল জিনিস একমাত্র আল্লাহ-ই দিতে পারেন, সে সকল জিনিস তারা অলি ও কুতুবদের কাছে চায়। যে সকল জিনিসের সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে, তারা সে সকল বিষয়ে অলি ও কুতুবদের সাহায্য কামনা করে। আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার দাবি যদি তারা করে; তবে তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী।

অন্যদিকে, যারা মৃত্যু কামনা করে, তারা যদি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হতো; তবে তারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইত, একমাত্র তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করত, কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইত। এভাবে মৃত্যুকামনা করত না।

আশ্চর্য কথা হচ্ছে, কবরপূজারিরা নিজেদেরকে অন্তরের অধিকারী বলে! নিজেদেরকে অন্তরের চিকিৎসা ও অন্তরের রোগ প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করে!

তারা কীভাবে অন্তরের চিকিৎসা করবে? অথচ তারা নিজেরাই তো শিরক ও কুফর দিয়ে অন্তরকে হত্যা করছে!

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

'আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব।'[৩১]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন :

'অর্থাৎ মনিব ও ইলাহ তো তিনিই। আল্লাহ-ই হচ্ছেন সকল কিছুর রব। তাহলে কীভাবে আমি অন্য কোনো রবকে খুঁজতে যাব!'[৩২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

'বলুন, আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমার অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব?'[৩৩]

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মাবুদ হিসাবে, সাহায্যকারী হিসাবে, আশ্রয়দাতা হিসাবে গ্রহণ করব?! আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করা তো চরম আশ্চর্যের।

আল-হুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগদু ফিল্লাহ তথা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা পোষণ করা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আলিমদের ভালোবাসা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

তেমনিভাবে নেককারদের ভালোবাসা, দুনিয়াবিমুখ জাহিদদের ভালোবাসা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

---

৩১. সুরা আল-আনআম : ১৬৪
৩২. মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৮১
৩৩. সুরা আল-আনআম : ১৪

সৎ কাজের আদেশদানকারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারীদের ভালোবাসা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ফাসিকদের ঘৃণা করা, পাপীদের ঘৃণা করা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকাদের ঘৃণা করা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অশ্লীল চ্যানেলগুলোর প্রতি বিদ্বেষ রাখা, নাস্তিকতা প্রচারকারী চ্যানেলগুলোকে ঘৃণা করা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মর্মার্থ

দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহ এ দ্বীনে যে বিধান দিয়েছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তিনি যা হারাম করেছেন, তা হারাম হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তিনি যা হালাল করেছেন, তা হালাল হওয়ার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তিনি যা কিছু ওয়াজিব করেছেন, তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ﴾

'(আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন,) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন!'[৩৪]

অর্থাৎ আমি কি আমার ও তোমাদের মাঝে বিচার করার জন্য দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর বিচারে সন্তুষ্ট হবো? যে দ্বীন ইসলাম বর্ণিত হয়েছে কিতাবুল্লাহ ও নবির সুন্নাহতে, সে দ্বীন ইসলাম ছেড়ে অন্য কিছুকে আমি বিচারক হিসাবে মেনে নেব?

---

৩৪. সূরা আল-আনআম : ১১৪

বস্তুত, ইসলামই হবে আপনার সকল কাজের বিচারক ও নীতিনির্ধারক। তাই আপনি অন্য কোনো কিছুকে বিচারক হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে কেবল ইসলামেই সন্তুষ্ট হবেন। মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা ফরজ হওয়া, জাকাত ফরজ হওয়াসহ অন্যান্য ফরজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। জিনা হারাম হওয়া, সুদ হারাম হওয়াসহ অন্যান্য হারাম বস্তুগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবেন।

দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া কুফর। দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়ার অর্থ দ্বীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

'এটা এ জন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেন।'[৩৫]

যারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নয়, আল্লাহ এমন লোকদের আমল নষ্ট করে দেন। অনুরূপ যারা আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কোনো কিছু করে, তাদের আমলও আল্লাহ বিনষ্ট করে দেন। ফরজ ইবাদতসমূহ, আদিষ্ট ইবাদতসমূহসহ যেসব নেক আমল আল্লাহ পছন্দ করেন, এ সকল লোক সেসব নেক আমল অপছন্দ করে; ফলে আল্লাহ এমন লোকদের আমল বিনষ্ট করে দেন।[৩৬]

কতই না জঘন্য মিথ্যাবাদী সে সকল লোক, যারা মুখে বলে, আমরা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতঃপর তারা-ই মানবরচিত আইন-কানুনের অনুসরণ করে। আপনি তাদের দেখবেন, তারা ফরাসি বা ব্রিটিশ কিংবা ইতালির আইন দিয়ে বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করে, অথচ তারাই দাবি করে, আমরা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

---

৩৫. সুরা মুহাম্মাদ : ২৮

৩৬. আমল বিনষ্ট করার অর্থ, এ সকল লোক তাদের সন্তুষ্টি না থাকার কারণে কাফির হয়ে যায়।

এই তাদের সন্তুষ্টি!? এমন কর্মের কোথায় দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ হচ্ছে?! কোথায় আল্লাহর বাণীকে আঁকড়ে ধরা পাওয়া যাচ্ছে?

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

'বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।'[৩৭]

বিধান দেওয়ার অধিকার, আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। এখানে কেউ অংশীদার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ নেই।

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা বা মুসলিমদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা ও কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এটি ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ। আপনি যদি ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে আপনি তাকে ভালোবাসবেন, যে আপনার মতোই ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট। যদি আপনি শিরক-কুফরের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে অবশ্যই আপনি শিরক-কুফরে সন্তুষ্ট লোকদের প্রতি শত্রুতা রাখবেন।

কাফিরদের ভালোবাসা, তাদের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস পছন্দ করা, তাদের অভ্যাসগুলো ভালো মনে করা, উলঙ্গপনা ও অবাধ মেলামেশার মতো অন্য সব সংস্কৃতি-কালচার ইসলামি দেশে আমদানি করা, বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনা ও ফিতনা-ফাসাদের উপকরণ মুসলিমদের দেশে আমদানি করার প্রতি একজন ব্যক্তির সন্তুষ্ট থাকা ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মনোভাব থেকে অনেক দূরে।

ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট না থাকার আরেকটি ধরন হলো, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দাওয়াত দেওয়া, রাষ্ট্রকে দ্বীন থেকে আলাদা করার প্রতি আহ্বান করা।

---

৩৭. সূরা আল-আনআম : ৫৭

মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মর্মার্থ

শ্রেষ্ঠ এ নবির প্রতি সন্তুষ্ট থাকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কয়েকটি কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যথা :

এক. তাঁকে ভালোবাসা। কেবল তাঁকে ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়; বরং তাঁকে আপনার নিজের প্রাণ, স্ত্রী, বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে।

দুই. মন-প্রাণ এক করে তাঁর অনুসরণ করা। যেমন অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কিরাম ﷺ। তাঁদের কেউ নবিজি ﷺ-এর ওপর আঘাত আসার ভয়ে নিজের পা দিয়ে সাপের গর্ত বন্ধ করেছিলেন। কেউ তাঁর প্রতিরক্ষায় একাই একটি পূর্ণ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অন্যজন তো রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগার বদলে নিজের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে কর্তিত হওয়াকে পছন্দ করেছেন।

তিন. অন্য কাউকে নবি হিসাবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে না থাকা। যেমন কাফির ও তাগুতরা রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সময় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কেউ নবি হোক—এমনটা আশা করেছিল। আল্লাহ আমাদের সে সম্পর্কে জানাচ্ছেন :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾

'তারা বলল, "এ কুরআন দুই জনপদের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির ওপর কেন অবতীর্ণ হলো না?"'[৩৮]

তারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াতের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। তারা চাইছিল, তারা যাকে নির্বাচন করবে, তারা যাকে পছন্দ করবে, সে-ই যেন নবুওয়াত পায়।

চার. শরিয়তের যে সকল বিধান তাঁর জবানে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর দ্বারা কৃত শরিয়তের কোনো হারামকে হারাম করা,

---

৩৮. সুরা আজ-জুখরুফ : ৩১

কোনো ওয়াজিবকে ওয়াজিব করা, কোনো বৈধ বিষয়কে বৈধ করার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

'কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক মনে করে। অতঃপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতা না পায় এবং হৃষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়।'[৩৯]

নবিজি ﷺ-কে বিচারক হিসাবে কেবল মেনে নেওয়াই তাঁকে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং তাঁর বিচার মেনে নেওয়ার প্রতি মনের মাঝে কোনো ধরনের সংকোচ, কুণ্ঠাবোধ না থাকা ও তৎপ্রতি আত্মসমর্পণ করাও তাঁকে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত।

পাঁচ. তাঁর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। যেমন, সদকার সম্পদের বণ্টন-পদ্ধতি, ফাইয়ের সম্পদ, গনিমতের সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদে তাঁর দেখানো বণ্টন-পদ্ধতির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾

'কতই না উত্তম হতো, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসুলও; নিশ্চয়ই আমরা শুধু আল্লাহর প্রতিই অনুরক্ত।'[৪০]

---

৩৯. সুরা আন-নিসা : ৬৫

৪০. সুরা আত-তাওবা : ৫৯

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ

'ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, নকশি-চাদরের গোলাম। যদি তাকে দেওয়া হয়, তবে সে সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি না দেওয়া হয়, তবে সে অসন্তুষ্ট হয়।'[৪১]

ছয়. তাঁর প্রচারিত দ্বীনের মাঝে কোনো বিদআত না ঢুকানো; বরং তাঁর সুন্নাতের ওপর অটল থাকা। যে সকল বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি, সে সকল বিষয় উদ্ভাবন করে প্রচলন না করা।

মিলাদ পালন, বিভিন্ন প্রকারের জিকিরের প্রচলন, ইবাদতের নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রমাণ করে যে, এ সকল উদ্ভাবনকারীর মাঝে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসাবে পেয়ে যে সন্তুষ্টি থাকা আবশ্যক ছিল, তা নেই।

আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি আপনার নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরুন। কারও কথা বা কারও কাজে প্রভাবিত হয়ে সুন্নাহ থেকে সরে পড়বেন না। নবিজি ﷺ এবং তাঁর সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোথাও, অন্য কারও মাঝে হিদায়াত খোঁজার প্রতি আগ্রহী হবেন না। বাতিল ও সাধুবেশী চোরদের চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, ধোঁকায় পড়বেন না। যুক্তিবাদী ও দার্শনিকদের মতামত ও তাদের ভুল ব্যাখ্যার শিকার হবেন না। হিদায়াত, সৎপথ, সফলতা, রবের সন্তুষ্টি তাতেই আছে, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন। বিদআতিদের বিদআতের মাঝে সে হিদায়াত ও সফলতা নেই। বাড়াবাড়িকারী ও সীমালঙ্ঘনকারীরা যেগুলো বলে বা করে, সেগুলোর মাঝেও নেই হিদায়াত ও সফলতা। তাদের লয়প্রাপ্ত বক্তব্যের মাঝেও নেই। তাদের বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কের মাঝেও নেই। তাই প্রত্যেক বাতিল কথা ও বাতিলপন্থীদের সব চাকচিক্য পাশ কাটিয়ে আপনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত নিয়ে সন্তুষ্ট হোন।

---

৪১. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৭

আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণের ওপর সন্তুষ্টি

আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাঁর নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ধৈর্য ও সবরের সমকক্ষ। বিপদাপদে অস্থির না হওয়া, মনে স্থিরতা রাখা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা যা সিদ্ধান্ত করেন, যা নির্ধারণ করেন সবই তাঁর প্রজ্ঞা ও হিকমায় আধারিত, সে প্রজ্ঞা একমাত্র তিনিই জানেন—এমন সন্তুষ্টির মনোভাবই হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

তাই যখন আপনি অসুস্থ হবেন, অভাব অনটনে থাকবেন, সংকীর্ণ অবস্থায় পড়বেন, জীবনযাপনে সমস্যায় পড়বেন অথবা এমন কিছু আপনার সাথে ঘটবে; তখন আপনি ধৈর্য ধরবেন, সুস্থির থাকবেন, তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এটাই হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

আপনি যে স্ত্রী পেয়েছেন, সে স্ত্রী একটু কম সুন্দরী হোক; আপনার তাকদিরে থাকা সন্তানদের সংখ্যা কম হোক, সে ছেলে সন্তান হোক বা মেয়ে সন্তান হোক—সর্বাবস্থায় আপনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

আল্লাহ আপনাকে যে গোত্রে সৃষ্টি করেছেন, যাদের মাঝে আপনার জন্ম হয়েছে—যদিও তারা মর্যাদায় দুর্বল, অন্যদের তুলনায় তাদের সম্মান কম; তবুও তাদের মাঝে জন্ম হওয়া নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। এটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

বিপদ আপতিত হলে জামার বুক ছেঁড়া, গাল চাপড়ানো, কারও মৃত্যুতে বিলাপ করতে থাকা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার বিপরীত।

আজ কিছু মুসলিমের মাঝে আত্মহত্যা নামক মারাত্মক একটি বিপদ ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কত যুবকের কথা আমরা শুনি, যার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়েছে। এরপর সে হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করে ফেলেছে। কত যুবতির কথা আমরা এমন শুনেছি, যে যুবতি কোনো দুঃখের সম্মুখীন

হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এ আত্মহত্যা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট না থাকা প্রমাণ করে।

মানুষের কাছে অভিযোগ-নালিশের ফোয়ারা বইয়ে দেওয়া আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকার বিপরীত।

আল্লাহ তাআলা আমার ওপর জুলম করেছেন—এমনটা বিশ্বাস করা বা আমি যে নিয়ামত পাওয়ার উপযুক্ত ছিলাম, যে নিয়ামত পাওয়া আমার অধিকার ছিল, আল্লাহ তা অন্য কাউকে দিয়ে দিয়েছেন—এমনটা বিশ্বাস করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট না থাকা প্রমাণ করে।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকাকে অনেক আলিম الرضا عن الله তথা আল্লাহ সম্পর্কে সন্তুষ্টি নামে নামকরণ করেছেন।

رضا بالله এবং رضا عن الله-এর মধ্যকার পার্থক্য

رضا بالله (আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি) :

আল্লাহর রবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, অহদানিয়্যাত তথা আল্লাহর রব হওয়া, ইলাহ হওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর তাওহিদের ওপর, আল্লাহর একত্ববাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহ বিধানদাতা হিসাবে মনের মাঝে সন্তুষ্টি থাকা, তিনি যা বিধান দেন, তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা হলো رضا بالله বা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি।

এটা কেবল মুমিনদের হয়ে থাকে। এ সন্তুষ্টি মুমিনদের মনের মাঝেই বিরাজ করে। কোনো কাফির আল্লাহকে রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে মানতে পারে না এবং তাঁর একত্ববাদে সন্তুষ্ট হয় না।

رضا عن الله (আল্লাহ সম্পর্কে সন্তুষ্টি) :

আল্লাহ যা কিছু আপনার জন্য সিদ্ধান্ত করেন, আপনার তাকদিরে যা কিছু রেখেছেন, রিজিকের মাঝে যা কিছু নির্ধারণ করেছেন—এ তাকদিরের ওপর, আল্লাহর এ নির্ধারণের ওপর আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন। এটাই হলো رضا عن الله (আল্লাহ সম্পর্কে সন্তুষ্টি)।

নিজের ভাগ্যের এ নির্ধারণের ওপর মুমিন যেমন সন্তুষ্ট থাকে, তেমনই কাফিরও সন্তুষ্ট থাকে। এ সন্তুষ্টি কাফিরের মাঝেও থাকে। আপনি এমন মুশরিককেও পাবেন, যে জীবনে ঘটিত ভাগ্যের নির্ধারণের ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তার তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। অনেক কাফিরকে এমন পাবেন, যে বিপদে পড়েও প্রশান্ত থাকে। এমনকি সে কাফির বলেও যে, 'আমি পরিতুষ্ট। এটিই আমার ভাগ্য ছিল। আমার কপালের লিখন এমনই ছিল।' পূর্ণরূপে নামাজ পরিত্যাগকারী অনেক ব্যক্তিকে দেখবেন—আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর, তাকদিরের ওপর তাদের ইমান অনেক নামাজির চেয়েও বেশি!

একজন মুমিনের মাঝে দুটি বিষয়ই একত্রিত হওয়া আবশ্যক। رضا بالله ও رضا عن الله—উভয়টিই একজন মুমিনের মাঝে থাকতে হবে। সাথে এ বিশ্বাসও রাখতে হবে যে, رضا بالله এর মর্যাদা অনেক উন্নত। মর্যাদায় এটি উন্নত স্তরের। কেননা, এ সন্তুষ্টি কেবল মুমিনের মাঝেই পাওয়া যায়।

উম্মাহর ঐকমত্য অনুযায়ী رضا بالله সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট নয় সে মুসলিম নয়, তার ইসলাম শুদ্ধ নয় এবং তার আমল গ্রহণীয় নয়।

দ্বিতীয় প্রকার : মুসতাহাব সন্তুষ্টি

ওয়াজিব সন্তুষ্টির পরিমাণের চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট থাকা হচ্ছে মুসতাহাব সন্তুষ্টি।

আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর

সকল কিছুর সন্তুষ্টির বদলে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই সন্তুষ্ট হওয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু তার কাছে তুচ্ছ মনে হওয়া। মুসতাহাব সন্তুষ্টির স্তর নৈকট্যশীলদের স্তর।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন :

'رضا عن الله -আল্লাহ সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকার স্তরটি নৈকট্যশীল মুমিনদের স্তর। এমন মুমিনদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক হয়ে থাকে এরূপ

যে, তারা নিজেদের ব্যাপারে আরাম ও উত্তম জীবনোপকরণের মধ্যে আছেন বলে বিশ্বাস করেন।'[৪২]

ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর

সকল বদ আমলের তুলনায় নেক আমলের প্রতি মনের মাঝে সন্তুষ্টি বিরাজমান থাকাই হচ্ছে ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর।

মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর

মুহাম্মাদ ﷺ -এর সিরাত পড়তে ভালোবাসা, তাঁর আদবে নিজেকে গড়ে তোলা, তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, ওয়াজিব স্তর থেকে অতিরিক্ত স্তরে তাঁর আদর্শে আদর্শিত হওয়া, তাঁর সাথে জান্নাতে থাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকা-ই হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নির্ধারণ করা তাকদিরে সন্তুষ্ট থাকার মুসতাহাব স্তর

ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা তিন প্রকার। যথা :

এক : তাঁর ইবাদত-আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকা। এ সন্তুষ্টির বিষয়ে সকলে আদিষ্ট।

দুই : বিপদ-মুসিবতে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা। এ বিষয়ে সকলে আদিষ্ট। তবে এটি দুস্তরে বিভক্ত। একটি ওয়াজিব স্তর। অন্যটি মুসতাহাব।[৪৩]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর কথা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, বিপদাপদে আল্লাহ কর্তৃক তাকদিরের নির্ধারণের ওপর, তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা দুভাগে বিভক্ত—ওয়াজিব ও মুসতাহাব।

ওয়াজিব স্তরের বর্ণনা আমরা পূর্বে দিয়ে এসেছি।

---

৪২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৯৭

৪৩. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/৪৮২-৪৮৩

মুসতাহাব স্তর হচ্ছে বিপদাপদে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাকদিরের নির্ধারণের ওপর সন্তুষ্ট থাকার উচ্চ স্তর। বিপদাপদে এ স্তরের মুমিনদের মনে থাকে পূর্ণ প্রশান্তি। তারা যেমন আনন্দ ও সুখানুভূতির সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন, তেমনই তারা দুঃখ-দুর্দশার সময়ও আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেন। এটি উন্নত ও সম্মানিত একটি স্তর। সকলেই এ স্তরে পৌঁছতে পারে না। সৃষ্টির কম লোকই এ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

ইবনে আওন ﷺ বলেন :

> অভাব-অনটন-দুঃখ কিংবা সুখ-আরাম-সচ্ছলতা—আল্লাহর সিদ্ধান্ত যেটাই হোক তাতে সন্তুষ্ট থাকো। তোমার অভিপ্রায়ের চেয়ে কম পেলেও সন্তুষ্ট থাকো। এ কম পাওয়াটা তোমার আখিরাতের জন্য উত্তম। জেনে রেখো, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত সন্তুষ্টির স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অভাবে ও বিপদে তেমনিভাবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট হবে, যেমন সে সচ্ছলতা ও সুখের সময় সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তুমি কীভাবে আল্লাহর কাছে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করে থাকো, অতঃপর যখন দেখো আল্লাহর সিদ্ধান্ত তোমার প্রবৃত্তির বিপরীত, তখন তুমি অসন্তুষ্ট হও! এমন হলে তুমি কীভাবে আল্লাহর কাছে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করে থাকো? তুমি যেমন চেয়েছিলে যদি ব্যাপারটি তেমনই ঘটত, তাহলে হয়তো তা তোমার ধ্বংস ত্বরান্বিত করত। যখন তোমার প্রবৃত্তির চাহিদামতো আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়, তখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো। এ সন্তুষ্টি গাইব সম্পর্কে তোমার কম জ্ঞানের কারণে এসে থাকে। যদি তুমি এমনই হয়ে থাকো যে, যখন তোমার প্রবৃত্তির মোতাবেক হবে, তখন তুমি সন্তুষ্ট হবে, অন্যথায় তুমি অসন্তুষ্ট থাকবে; তাহলে তুমি নিজের সাথে ইনসাফ করলে না, তুমি নিজের মাঝে প্রকৃত সন্তুষ্টি ধারণ করতে পারলে না।'[৪৪]

আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়ায় ও রহমতে বান্দার ওপর এ স্তরটি ওয়াজিব করেননি। কারণ, তাদের অধিকাংশই এ স্তরটিতে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

---

৪৪. আর-রিজা আনিল্লাহি বি কাজায়িহি : ৬৯

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেন বান্দা দুঃখ-দুর্দশায় থেকেও রবের প্রশংসা করবে?

তার জবাব দুভাবে দেওয়া যায় :

প্রথমত, এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর সৃষ্টিকে সুদৃঢ় করেছেন। তিনি সবকিছু হিকমাহ ও প্রজ্ঞার সাথেই করেছেন। তাই বান্দা আল্লাহর সব কাজেই, এমনকি দুঃখ-দুর্দশায় থেকেও সন্তুষ্ট হবে, তাঁর প্রশংসা করবে।

দ্বিতীয়ত, এ জন্য যে, বান্দা বিশ্বাস করে—আল্লাহ তার কল্যাণ করেন। বান্দার কল্যাণের জন্য কোনটি করা উপযুক্ত, তিনি তা বান্দার চেয়ে ভালো জানেন। বান্দা নিজের উপকারার্থে যেটি নির্বাচন করবে—সে নির্বাচনের তুলনায় আল্লাহর নির্বাচন ও বাছাই-ই উত্তম হবে।

আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ، لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ

> 'মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যের। আল্লাহ তার জন্য যে সিদ্ধান্তই করেন, সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[৪৫]

তাই আপনি আল্লাহর এ কল্যাণ নির্ধারণের ওপর তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করুন। যদিও তা কোনো বিপদের আকৃতিতে আসুক বা দুঃখের প্রকৃতিতে আসুক।

বিপদ থেকে মুক্তির দুআ করা কি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাংঘর্ষিক?

কিছু সুফির ধারণামতে, যদি কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন তা থেকে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুআ করাটা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁর সিদ্ধান্তে নিজেকে সমর্পণের বিপরীত হয়।

সঠিক কথা হচ্ছে, মানুষের কাছে অভিযোগ-নালিশ করা নিন্দনীয়। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানানো নিন্দনীয় নয়। কোনো বিপদের ব্যাপারে আল্লাহর

৪৫. মুসনাদু আহমাদ : ২০২৯৮ -হাদিসটি সহিহ।

কাছে ফরিয়াদ জানানো, তা থেকে মুক্তির দুআ করা আল্লাহর প্রতি থাকা সন্তুষ্টি ও তাঁর সিদ্ধান্তে নিজেকে সমর্পিত করার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আইয়ুব ﷺ যখন বিপদে পতিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তা থেকে মুক্তির দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ মুক্তির দুআ সত্ত্বেও তাঁকে সবরের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾

'আমি তাঁকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল।'[৪৬]

আইনি ﷺ বলেন :

'নবিজি ﷺ, তাঁর সাহাবিগণ ﷺ ও তাঁদের অনুসারীরা সকলেই আল্লাহর কাছে ব্যথা-কষ্টের অভিযোগ করেছেন। আদম সন্তানের প্রত্যেকেই ব্যথা-কষ্টে থাকলে, রোগে ভুগতে থাকলে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর প্রতি রাগান্বিত হয়ে, অসন্তুষ্ট হয়ে এ ব্যথা-কষ্টকে মানুষের কাছে বর্ণনা করে—তবে তা নিন্দনীয়। অন্যদিকে যে ব্যক্তি নিজের সুস্থতার জন্য অন্য ভাইদের নিকট দুআ চায় কিংবা যে ব্যক্তি রোগের ভোগান্তিতে ক্রন্দন করে, আরামের জন্য বিলাপ করে—সে ব্যক্তির দুআ চাওয়া, ক্রন্দন করা মানুষের নিকট অভিযোগ করার মতো নয়।'[৪৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾

'তারা ভীতি ও আশা নিয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে।'[৪৮]

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে নেক বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করছেন এ বলে যে, তারা তাদের রবের নিয়ামতের জন্য এবং তাদের থেকে শাস্তি দূর করার জন্য রবের নিকট প্রার্থনা করে। তাই কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করা কিংবা কোনো ক্ষতিকে দূর করার জন্য প্রার্থনা করা রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৪৬. সূরা আস-সদ : ৪৪
৪৭. উমদাতুল কারি : ২১/২২২
৪৮. সূরা আস-সাজদা : ১৬

ক্লান্ত হওয়া, কষ্ট পাওয়া, চিন্তিত হওয়া কি মুসতাহাব সন্তুষ্টির বিপরীত?

ইবাদতের ক্লান্তি, মুসিবতের কষ্ট, বেদনায় চিন্তিত হওয়া বিপদ। কিন্তু এগুলো মুসতাহাব সন্তুষ্টির বিপরীত নয় এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

ইবনে হাজার আসকালানি ﵀ বলেন :

> 'মানুষ বিপদে আপতিত হওয়াকালীন যদি হৃদয় প্রশান্ত ও স্থির থাকে, তবে তার চিন্তিত হওয়া তাকে ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্টদের কাতার থেকে বের করে দেয় না।'[৪৯]

বিষয়টা বোঝার স্বার্থে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি—

রোগী ওষুধ সেবন করে। তখন তার অন্তর এ ওষুধের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকে। কারণ, সে মানুষের অভিজ্ঞতা ও ডাক্তারদের দেওয়া তথ্য থেকে জানে যে, এ ওষুধ তার রোগ সারিয়ে তুলবে। এ ওষুধ খেয়ে অনেক রোগী ইতিপূর্বে সুস্থও হয়েছে। কিন্তু ওষুধের কাজ করার ব্যাপারে তার মনের প্রশান্তি, ওষুধ পান করার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টি থাকা সত্ত্বেও সে ওষুধের তিক্ততা অনুধাবন করে, ওষুধ খাওয়ার পর তার শরীরের কম্পন সে অনুভব করে।

তেমনিভাবে একজন সত্যিকার মুসলিম তার রবের আদিষ্ট ফরজ-ওয়াজিবগুলো পালন করে এবং তার ওপর রবের নির্ধারিত বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তার দিল প্রশান্ত থাকে। এতদসত্ত্বেও কিন্তু সে ক্লান্তি, কষ্ট ও পেরেশানি অনুভব করে।

একজন রোজাদার রোজা রেখে সন্তুষ্ট থাকে, আনন্দিত থাকে। কিন্তু পাশাপাশি সে ঠিকই ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে।

আল্লাহর পথের একজন মুখলিস মুজাহিদ ইসলামের মহান শিআর ও ফরজ বিধান জিহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। জিহাদের ফরজ আদায়ে সে অগ্রগামী থাকে। তথাপি সে কিন্তু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করে।

---

৪৯. ফাতহুল বারি : ৭/৫১৪

তাই কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ এ নয় যে, তাতে কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি থাকবে না। যদিও উচ্চ স্তরের অনেক মুমিন কষ্টের মাঝে থেকেও কষ্টকে উপভোগ করে থাকেন, কষ্টের মাঝে থেকেও মজা পেয়ে থাকেন।

ইবরাহিম বিন ফাতিক ﵀ বলেন : 'সন্তুষ্টি হচ্ছে—বিপদ উপভোগ করা।'[৫০]

কবি বলেন :

عَذَابُهُ فِيكَ عَذْبٌ * وَبُعْدُهُ فِيكَ قُرْبٌ

'তোমার জন্য কষ্ট পেয়েও রয়েছে তাতে মিষ্টতা, তোমার জন্য দূরে থেকেও পায় সে তোমার নিকটতা।'[৫১]

'তেমনিভাবে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির ও রিজিকের বণ্টনে কষ্ট ও ক্লান্তির কথা কাউকে জানানো আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমনিভাবে মুসা ﵇ সফরে থাকা অবস্থায় তাঁর সঙ্গী যুবককে সফরের ক্লান্তি ও পরিশ্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

কুরতুবি ﵀ বলেন :

'(মুসা ﵇-এর সফরের ক্লান্তিসংবলিত) আয়াত এ বিষয়ে দলিল যে, মানুষ যে কষ্ট ও রোগে ভোগে, সে সম্পর্কে কাউকে জানানো আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার বিরোধী নয় এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয়। তবে যখন কষ্ট ও রোগাক্রান্ত থাকার কথা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা রাগান্বিত হয়ে বলা হবে, তখন তা সাংঘর্ষিক হবে।'[৫২]

মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা কি সন্তুষ্টির সাথে সাংঘর্ষিক?

যখন নবিজি ﷺ -এর পুত্র ইবরাহিম ﵇ মারা গেলেন, তখন তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন :

---

৫০. শুআবুল ইমান : ১০০৭৮

৫১. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৯৫

৫২. তাফসিরুল কুরতুবি : ১১/১৫